তানিন্দ্রাজানা, মালাগাসিদের মূল ঠিকানা

কাজী জহিরুল ইসলাম

ছেলেবেলায় একটা ভ্রমণ কাহিনী পড়েছিলাম কিন্তু কার লেখা এবং কোথায় পড়েছি কিছুই মনে নেই আমার। শুধু মনে আছে, সেই দেশটির কথা, যে দেশের মানুষ আজো 'হিউম্যান হান্টার', বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, পাহাড়ের আঁড়ালে ঘাপটি মেরে থাকে শিকারের আশায়। সেই শিকার বাঘ, ভালুক, হরিণ কিংবা বুনোশূকর নয়, রক্তমাংসের মানুষ। চোখ, কান, নাক, মুখওয়ালা মানুষ, যারা আমাদেরই মতো কথা বলে, প্রার্থনা করে, ভালোবাসে, বিয়ে করে এবং সন্তানের পিতা-মাতা হয়। যে মানুষ শীতের প্রকোপ থেকে বুকের উষ্ণতা দিয়ে, হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে সন্তানকে রক্ষা করে সেই মানুষকে শিকার করে আরেকদল মানুষ। সেই দেশটির নাম মাদাগাস্কার। দূরের পথের যাত্রীদের নির্জন স্থানে বাগে পেয়ে পথ আগলে কেড়ে নেয় সোনা-দানা, টাকা-পয়সা, দামী পোশাক-আশাক এবং এরপর ওদেরকে জবাই করে পুড়িয়ে খায়। দূর শৈশব থেকেই রাক্ষস-খোক্ষসের কথা শুনলে চোখের সামনে ভেসে উঠতো এ দৃশ্য। আর মানুষখেকো মানুষ আজো পৃথিবীতে আছে, এ কথা কেউ বললেই আমার স্মৃতিতে মাদাগাস্কার নামটিই স্পস্ট হয়ে উঠতো।

সেই মানুষখেকোদের দেশ থেকে আসা এক মানুষ এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে। ওর নাম রোল্যান্ড রাজাফিমাহারো। দেশ কোথায়? জিজ্ঞেস করতেই ও যখন বললো, মাদাগাস্কার, আমি তখন একটু যেন কেঁপে উঠলাম। এই লোকটির দাঁতের ফাকে মানুষের মাংস লেগে নেইতো? নিজের অজান্তেই আমি ওর নখের দিকে তাকালাম। রোল্যান্ড কম্পেশনেট ছুটি নিয়েছে। অর্থাৎ নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুতে শেষকৃত্যনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাড়ি যাচ্ছে। ওর তাড়া আছে। আমার কাছে এসেছে, যাবার আগে যেন এমএসএ-র (মিশন সাবসিস্টেন্স এলাউন্স) টাকাটা পায় সেই তদবির করতে। রোল্যান্ডের গায়ের রঙ বাঙালী-ফর্শা, নাকটা বোচা না তবে লেপা, বলার ভঙ্গিটা শার্প না, কণ্ঠ ভরাট। কথা বলে কেমন যেন নেশাগ্রস্থদের মতো করে, জড়িয়ে জড়িয়ে। উচ্চতা আফ্রিকানদের মতোতো নয়ই, বরং যেন এশিয়ানদের চেয়েও খানিকটা খাটো। ভারত মহাসাগরের ওপর ভেসে থাকা একটি বিশাল দ্বীপ মাদাগাস্কার। পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম দ্বীপ। আয়তন পাঁচ লক্ষ সাতাশি হাজার বর্গকিলোমিটার, লোকসংখ্যা মাত্র এক কোটি ছিয়াশি লক্ষ। গত এক'শ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে পাঁচগুন। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হলো ৩.০৩ শতাংশ। মাদাগাস্কারের তিনদিকে তিনটি মহাদেশ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়া। নিকটতম মহাদেশ আফ্রিকা

হওয়াতে মাদাগাস্কারের অধিবাসীরা আফ্রিকান হয়ে গেল। কিন্তু রোল্যান্ডকে দেখে আমার বরং ইন্দোনেশিয়ান মনে হচ্ছে।

ওর যতোই তাড়া থাক, হাতের কাছে মাদাগাস্কার, মানুষ খাওয়ার গল্প না শুনেই ছেড়ে দেব? এ হতে পারে না। ইনিয়ে বিনিয়ে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, গহীন অরন্যে, এই ধর কোন বর্বর ট্রাইব, যাদের কাছে এখনো শিক্ষার আলো পৌঁছেনি, এমন কোন সম্প্রদায়? এবার ও হো হো করে হেসে উঠলো। শোন, প্রতিহিংসাবশত আফ্রিকার কোন দেশের মানুষ প্রতিপক্ষের মাংসে দাঁত বসায় না, বলতে পারো? রাজাফিমাহারোকে আমি আর বিব্রত করতে চাইলাম না। কিন্তু ও বুঝতে পেরেছে যে আমি ওর দেশ সম্পর্কে জানতে চাই। এবার ও বসে পড়লো। বললো, আমার দেশ সম্পর্কে তোমাকে কিছু তথ্য দেই। তোমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হতে পারে। আমি উৎকর্ণ হলাম।

মালাগাসি জনগণ জীবিত মানুষের চেয়ে বেশী মর্যাদা দেয় মৃত ব্যক্তিকে। মৃতের অসম্মান মালাগাসিরা একদম সহ্য করতে পারে না। তুমি শুনে অবাক হবে, মৃতের জন্য আমরা প্রচুর টাকা খরচ করে মন্দির, সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ করি। একেকটা মন্দির একেকটা প্যালেসের মতো। সারা মাদাগাস্কার জুড়ে তুমি লক্ষ-কোটি সমাধিমন্দির দেখতে পাবে। জীবদ্দশায় যে মহলে ঘুমানোর সাধ্য হয় না, মরার পরে আমরা তার চেয়ে বহুগুণ বিলাসবহুল মহলে ঘুমাই। শেষকৃত্যানুষ্ঠানও মালাগাসিদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একেক ট্রাইব এটা একেকভাবে পালন করে। তবে মোদ্দাকথা হলো এই অনুষ্ঠানে আমরা ব্যয় করি হাত খুলে। বলতে পারো মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে আমরা যে অনুষ্ঠান করি মালাগাসিদের জীবনে এটাই সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান বা উৎসব। আমরা মৃতকে পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মনে করি। মৃতরা কখনোই আমাদের সমাজে অতীত হয় না। ওরা আছে, ওরা থাকবে। পরিবারে ওদের ভূমিকা জীবিতদের চেয়ে অনেক বেশী। মৃতরা জীবিতদের চেয়ে অনেক বেশী প্রভাবশালী। যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনের সময় ওদের পছন্দ-অপছন্দকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। মৃতেরা একটি অনন্ত জীবনে অবস্থান করছেন। জীবদ্দশা তারই একটি ক্ষণস্থায়ী কাল মাত্র। পারিবারিক মৃত-মন্দিরকে (টম্ব) আমরা বলি তানিন্দ্রাজানা (পূর্বপুরুষের ভূমি)। একেক সম্প্রদায়ের তানিন্দ্রাজানা একেকরকম হয়। মেরিনা মন্দির

হয় সলিড সিমেন্ট ও পাথরের তৈরী। একটা ছোট চেম্বার থাকে, যেখানে খাঁটি রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে মৃতকে রাখা হয়। মাহাফালি মন্দিরগুলো পাথরের তৈরী হলেও কারুকার্যখচিত কাঠের পোস্ট দিয়ে ফ্রেম করা হয়। এইসব কাঠের ফ্রেমগুলো মানুষ ও জীব-জন্তুর আকৃতিখচিত হয়। অতি সম্প্রতি ধনী মাহাফালিরা তাদের তানিন্দ্রাজানা কাঠ ও মূল্যবান স্টেইন্ড গ্লাস দিয়ে তৈরী করে। মন্দিরের সিলিংয়ে আধুনিক সব কারুকার্য করতেও দেখা যায়। যেমন ধরো বিমানের আদল, দামী গাড়ির আদল এইসব। পশ্চিম উপকূলের মরনদাভা নদীর তীরে যে সাকালাভা সম্প্রদায় বসা করে, ওদের মন্দিরে তুমি দেখতে পাবে নানান যৌনাসনের কারুকার্যখচিত চিত্রকর্ম। শৌর্য-বীর্য, প্রজনন ও বংশবিস্তার ক্ষমতার প্রতীকরূপে ওরা এইসব কারুকার্য তৈরী করে সবচেয়ে স্থায়ী আবাসস্থল তানিন্দ্রাজানার গায়ে।

আমাদের সমাজে পরিবারের সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ হলেন তিনি, যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ। খাবার টেবিলেও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতেই সম্মানজনক আসনে বসা ও খাবার পরিবেশন করা হয়। আমরা মনে করি যিনি সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি মৃত্যুর কাছাকাছি আছেন, অর্থাৎ সবচেয়ে সম্মানজনক জীবনে অনুপ্রবেশের পথে রয়েছেন। তুমি শুনে অবাক হবে কোন শিশু যদি তার চেয়ে বড়জনের আগে কোন খাবার খেয়ে ফেলে তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হয়।

নানান ধর্মের আনুসারী মানুষ আছে মাদাগাস্কারে। তবে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মালাগাসিই একজন সর্বোচ্চ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। কেউ তাকে ডাকে জানাহারি (সৃষ্টিকর্তা), কেউ ডাকে আন্দ্রিয়ামানিত্রা (মিষ্টি বা সুগন্ধির প্রভূ) নামে।

এবার আমি উঠবো, তোমাকে ছুটি থেকে ফিরে এসে আরো অনেক কিছু বলবো মাদাগাস্কার সম্পর্কে। তোমাকেতো বলেছি, আমার চাচা মারা গেছেন। তার শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছি আমি।

একটা বড় মন্দির বানাবে নাকি? আমার এ কথা শুনে রাজা খুব আহত হলো। তোমার কি মনে হয় ইতিমধ্যেই আমাদের পরিবারের একটি অতি সুদৃশ্য তানিন্দ্রাজানা তৈরী হয় নি? ওটাইতো মূল ঠিকানা।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
১ আগস্ট, ২০০৬